আত্মশুদ্ধি-০৪

তাযকিয়াহর জন্য কার কাছে যাবো?

(পর্ব- ০১)

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

আত্মশুদ্ধি - ০৪

তাযকিয়াহর জন্য কার কাছে যাবো?

(পর্ব - ০১)

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়িদিল আম্বিয়া-ই ওয়াল-মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহী, ওয়া আসহাবিহী, ওয়ামান তাবিয়াহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন, মিনাল উলামা ওয়াল মুজাহিদীন ওয়া আম্মাতিল মুসলিমীন। আমীন ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

আমরা সকলেই প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়ে নিই।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছুদিন পর আবার আমরা তাযকিয়া মজলিসে হাজির হতে পেরেছি, এ জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ।

উপস্থিত এক ভাইঃ আলহামদুলিল্লাহ।

আত্মশুদ্ধির জন্য কার কাছে যাবো?

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ ভাইয়েরা, গত মজলিসে আমরা যে কথাটির উপর আলোচনা শেষ করেছিলাম তা হচ্ছে, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাহকীক ছাড়া শুধু অনুমান করে কোন কথা চালিয়ে দেয়া যাবে না। এ কথাটি এসেছিল একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে, আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো পীরের হাতে বাইআত হওয়া না হওয়া নিয়ে। মনে পড়েছে কি ভাই?

উপস্থিত এক ভাইঃ জি ভাই।

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ, এখন তাহলে প্রশ্ন হল, আমরা কি আত্মশুদ্ধির জন্য কারও কাছেই যাবো না?

এর উত্তর হচ্ছে, আমরা আমাদের আকাবের আসলাফদের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, একই ব্যক্তির মাঝে দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়াহ ও জিহাদের সমন্বয় ছিল। যার ফলে তাঁদের কারো কাছে গেলে সব বিষয়ের ইলমই পাওয়া যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, বর্তমান এই দুঃসময়ে এমন ব্যক্তি পাওয়াই মুশকিল, যার মাঝে এসবগুলোর বিষয় বিদ্যমান। নেই যে

এমন কিন্তু নয়। আছে অবশ্যই, তবে সংখ্যাটা খুবই নগন্য। তাঁদেরকে হয়তো আমরা অনেকে চিনি না বা চিনলেও হয়তো নিরাপত্তা জনিত কারণে তাঁদের কাছে যেতে পারি না।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা

ফলে সাধারণ ভাবে দেখা যায়, আমাদের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যিনি দ্বীনের যে কাজের সাথে লেগে আছেন তিনি ওই কাজটিকেই দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করছেন এবং তাঁদের অনেকে আবার সেটাকেই যথেষ্ট মনে করছেন।

দেখা যায়, যারা ইলমী অঙ্গনে কাজ করছেন তাঁদের অনেকের (সবার না) ধারণা, এ অঙ্গনে কাজ করার মাধ্যমেই দ্বীনের জিম্মাদারী আদায় হয়ে যাবে। আবার যারা জিহাদী অঙ্গনে কাজ করছেন, তাদেরও কেউ কেউ মনে করেন, শুধু এ অঙ্গনে কাজ করার মাধ্যমেই দ্বীনের জিম্মাদারী আদায় হয়ে যাবে। মূলত এ দু'টির কোনটিই সঠিক নয়। বরং বাস্তবতা হলো ইলম ও জিহাদ এ দু'টির একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অপরটির জন্য পরিপূরক। ইলম ছাড়া জিহাদ প্রকৃত অর্থে জিহাদই হবে না, আবার জিহাদ না থাকলে ইলমের উপকারিতা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকও হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা মাওলানা মাসউদ আযহার দা.বা. এর এ বিষয়ক একটি বয়ানের অনুবাদ 'ইলম ও জিহাদ' নামক বইটি পড়তে পারি।

উপস্থিত এক ভাইঃ মুহতারাম ভাই, ইলম ও জিহাদের মাঝে সমন্বয় কীভাবে করা যেতে পারে? বর্তমানে এর স্বরূপ কেমন হতে পারে?

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ ভাই, এ বিষয়টি নিয়ে ইনশাআল্লাহ আরেকদিন আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তো বলছিলাম, দ্বীনের হেফাজতের জন্য ইলম ও জিহাদ উভয়টিই জরুরী। আর এজন্য উভয় অঙ্গনের ব্যক্তিদের মাঝে থাকতে হবে পারস্পরিক ভালোবাসা ও আন্তরিক মুহাব্বত। কিন্তু বর্তমানে এর বিরাট অভাব দেখা যাচ্ছে! এই দুই অঙ্গনের ব্যক্তিদের মাঝে যেমন সুসম্পর্ক থাকার দরকার ছিল তা নেই। হাতেগোনা কিছু কিছু ব্যক্তিদের মাঝে থাকলেও তা না থাকারই মতো।

এর মূল কারণ হচ্ছে, বর্তমানে আমরা ইসলামের পরিভাষাগুলোকে কাফেরদের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রহণ করছি। এ বিষয়টি নিয়েও ইনশাআল্লাহ আরেকদিন আলাদাভাবে আলোচনা করবো যে, কীভাবে আমরা ইসলামের পরিভাষাগুলোকে কাফেরদের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রহণ করছি?

তো ভাই, আমাদের এ সময়ে এসে ইলম ও জিহাদের মাঝে দুরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। অথচ আমরা আমাদের পূর্বসুরীদের ইতিহাসে এ অবস্থা দেখতে পাই না। বরং দেখতে পাই, এর সম্পূর্ণ উল্টোটা। তাঁদের মাঝে কী চমৎকার মুহাব্বাত ও ভালোবাসা ছিল। পূর্বসুরীদের পারস্পরিক মুহাব্বাত ও ভালোবাসার একটি চমৎকার উদাহরণ শাইখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী রহ. তাঁর একটি কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

আমাদের পূর্বসূরিদের অবস্থা

শাইখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী রহ. বলেন, মুসলমানদের এমন এক সোনালী যুগ ছিল, যখন উম্মতের আলেম ও মুফতীগণ কোনো ফতোয়া লিখে তার তাসদীক্ব বা সত্যায়ন করার জন্য ময়দানের মুজাহিদ আলেমদের কাছে নিয়ে যেতেন, যাতে তারা তাতে স্বাক্ষর করে দেন। ওদিকে মুজাহিদ আলেমগণ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন, আপনারা সত্যায়ন করে দিলেই তো যথেষ্ট। আমাদের কাছে আনার কী প্রয়োজন ছিল?

তখন ওলামায়ে কেরাম বলতেন, না, না আপনারা অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সরাসরি হেদায়েত দান করে থাকেন। মুজাহিদদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

তিনি তাদেরকে হেদায়েত দান করেন এবং তাদের (অন্তরের) অবস্থা সংশোধন করে দেন।
(সুরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৫)

অতএব কোনো ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হতে হলে তার মাঝে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তথা মুজাহিদ আলেমদের স্বাক্ষর থাকা জরুরি। এই ছিল আমাদের পুর্বসূরীদের অবস্থা।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ.র ঘটনা

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর অবস্থা দেখুন। একবার তিনি জিহাদের জন্য বের হচ্ছেন তখন তাকে বলা হল, আপনি তো অসুস্থ, আপনি বাড়িতে থেকে আরাম করুন, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তা আলা' 'খিফাফান ও ছিকালান'-সবল ও দূর্বল সর্বাবস্থায় জিহাদের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি যদি যুদ্ধ নাও করতে পারি অন্তত মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা তো বৃদ্ধি করতে পারবো, তাদের রসদপত্র সংরক্ষণ করার কাজটি তো করতে পারব? এই হল মহান এক তাবেয়ীর অবস্থা, অথচ ইতিপূর্বে তাঁর একটি চোখ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামের জীবনী দেখি, তাহলে কোনও একজন সাহাবী কি পাওয়া যাবে, যিনি তাঁর ইলমি খেদমত ও জেহাদে অংশ গ্রহণ করা, এ দুটিকে সাংঘর্ষিক মনে করতেন। তাঁদের মাঝে এমন একজনও কি পাওয়া যাবে, যিনি ইলমি খেদমতে ব্যস্ত থাকার অযুহাত দেখিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সালেম মাওলা আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মতো বড় বড় মুহাদ্দিস সাহাবীগণ কি কখনো জিহাদকে তাঁদের ইলমি খেদমতের বিপরীত মনে করেছেন? এত বড় বড় মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সারাটা জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। অথচ তখন জিহাদ ফরযে আইনও ছিল না, ছিল ফরযে কেফায়া। তারপরও তাঁরা ময়দানেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই ময়দানেই শাহাদাত বরণ করেছেন। এই হল আমাদের মহান পূর্বসূরিদের অবস্থা - আমরা যাদের অনুসারী হওয়ার দাবী করে থাকি।

এবার আমরা নিজেদের অবস্থা নিয়ে একটু চিন্তা করি, পূর্বসুরীদের সাথে আমাদের কতটুকু মিল আর কতটুকু অমিল? বিশেষ করে আমরা যারা নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে মনে করছি, আমরা জিহাদের কাজে দৈনিক কতটুকু সময় ব্যয় করছি? আমাদের অন্যান্য কাজের সাথে যখন জিহাদী কাজগুলো সাংঘর্ষিক হয় তখন আমরা কোনটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি? পূর্বসূরিগণ যেভাবে জিহাদী মিশনকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আমরাও কি

তাই করি? এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাবা উচিৎ। ইতিপূর্বে হয়ে যাওয়া আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলোকে আল্লাহ মাফ করেন এবং আমাদেরকে ওসব ত্রুটিবিচ্যুতিগুলোকে শোধরানোর তাওফীক দান করেন। আমীন।

আত্মশুদ্ধির জন্য আমরা কার কাছে যাবো?

আমরা কথা বলছিলাম আত্মশুদ্ধির জন্য আমরা কারো কাছে যাব কি না? এ ক্ষেত্রে আমি বলবো, বর্তমানে যদি এমন কোনো হাক্কানী পীর বা শাইখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ইলম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও জিহাদ এ সবগুলোই থাকে তাহলে আত্মশুদ্ধির জন্য আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি আর যদি এমন কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, আমরা ইলমওয়ালার কাছ থেকে ইলম শিখবো, দাওয়াতওয়ালার কাছ থেকে দাওয়াত শিখবো, তাযকিয়াওয়ালার কাছ থেকে তাযকিয়া অর্জন করবো, জিহাদওয়ালা-মুজাহিদীনের কাছ থেকে জিহাদ শিখবো। এরপর নিজের মাঝে এ সবগুলোকে সমন্বয় করার চেষ্টা করবো। এভাবেই হয়তো আমরা হতে পারবো পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরসূরী।

তাছাড়া আমরা যদি ইখলাসের সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অগ্রসর হতে থাকি তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাবেন এবং আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন। সুরা মুহাম্মাদের কয়েকটি আয়াত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। দেখুন আল্লাহ তাআলা বলেন':

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের আমল বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন এবং তাদের (অন্তরের) অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।

সুরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৪-৫

এ আয়াতের আরেকটি কেরাত হল, وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে ...।

আয়াত থেকে শিক্ষা

এ আয়াত থেকে বেশ কিছু শিক্ষা আমরা পাই।

১। নিজের সকল নেক আমলের হেফাজতের জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের পথে লেগে থাকা চাই।

২। যারা জিহাদ ও শাহাদাতের পথে চলবে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকল আমল কবুল করবেন। তাঁদের ছোট বড় কোনও আমলই বৃথা যাবে না।

৩। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে সকল বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত ওয়াদা, যার ব্যতিক্রম কিছুতেই হবে না।

৪। যারা ইখলাসের সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে চলবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্তরের ইসলাহ-সংশোধন করে দেবেন।

মুহতারাম ভাইয়েরা! আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমিন।

ইখলাসের সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আমরা সকলে মজলিস থেকে উঠার দোয়াটা পড়ে নিই।

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

****